তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৫৩

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের**

**অবাধ স্বাধীনতা ও অধিকার নিশ্চিত করেছেন**

**-- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

দিনাজপুর, ৩১ ভাদ্র (১৫ সেপ্টেম্বর) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের অবাধ স্বাধীনতা ও অধিকার নিশ্চিত করেছেন। এই সরকার ক্ষমতায় আসার আগে সাংবাদিকরা সত্য কথা লিখতে পারতেন না। লিখলেই সাংবাদিকদের ওপর নেমে আসতো নির্যাতন-নিপীড়ন এমনকি হত্যা। তৎকালীন সামরিক জান্তারাও সাংবাদিকদের গলাটিপে ধরেছিলো। আজ সেই দিন নেই।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাতে দৈনিক বিরল সংবাদ-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি আশা প্রকাশ করেন, দৈনিক বিরল সংবাদ কোন ব্যক্তি বা দলের নয়, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রকাশিত হবে।

দৈনিক বিরল সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক এবং বিরল উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রমাকান্ত রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ‍্যে বক্তব্য রাখেন দিনাজপুর জেলা প্রশাসক খালেদ মোহাম্মদ জাকী, পুলিশ সুপার শাহ্ ইফতেখার আহমেদ, দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজিজুল ইমাম চৌধুরী ও দিনাজপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি স্বরূপ বকসী বাচ্চু, দিনাজপুর প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম নবী দুলাল, দিনাজপুর নাগরিক উদ্যোগের সভাপতি প্রবীণ রাজনীতিবিদ আবুল কালাম আজাদ।

দিনাজপুর শহরের গণেশতলাস্থ প্ল্যানেট বি চাইনিজ রেস্টুরেন্ট হল রুমে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে দিনাজপুর জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে মোড়ক উন্মোচন করে দৈনিক বিরল সংবাদ-এর শুভযাত্রার সুচনা করেন।

প্রসঙ্গত, ২০১৫ সাল থেকে দিনাজপুরের বিরল উপজেলা থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে সাপ্তাহিক বিরল সংবাদ। সেই পত্রিকাটি সাপ্তাহিক থেকে দৈনিক সংবাদপত্র হিসেবে যাত্রা শুরু করলো।

#

জাহাঙ্গীর/রফিক/রফিকুল/সেলিম/২০২২/২২৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৫২

জনতার সরকার পোর্টাল উদ্বোধনে তথ্যমন্ত্রী

**গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় প্রধান প্রতিবন্ধক বিএনপি**

ঢাকা, ৩১ ভাদ্র (১৫ সেপ্টেম্বর) :

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের অভিযাত্রা নিরবচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক হচ্ছে বিএনপি। এটিই আজ গণতন্ত্র দিবসের বাস্তবতা। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক অভিযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য যা কিছু আজকে বিএনপিই করছে এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তারাই প্রধান অন্তরায়।

আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে আজ রাজধানীর কাকরাইলে তথ্য ভবন মিলনায়তনে তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ আয়োজিত ‘জনতার সরকার’ সিটিজেন ইন্টারেক্টিভ ওয়েব পোর্টাল ([janatarsarkar.gov.bd](http://janatarsarkar.gov.bd/)) উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তথ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলকের সভাপতিত্বে সংসদ সদস্য নাহিদ ইজাহার খান, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক রঞ্জিত কুমার এবং জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মাসুদা ভাট্টি অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র রচনার লক্ষ্যে জীবন দিয়ে এ দেশ রচনা করে গেছেন। কিন্তু আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তখনই হোঁচট খায়, যখন ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। এরপরই জিয়াউর রহমান প্রথমে খন্দকার মুশতাককে হটিয়ে এবং পরে অস্ত্র ঠেকিয়ে বিচারপতি সায়েমের স্বাক্ষর নিয়ে রাষ্ট্রপতি বনে যান। এরপর জিয়াউর রহমান ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে রাজনীতির কাকদের সমন্বয় ঘটিয়ে বিএনপি দল করেন। ক্ষমতা নিষ্কণ্টক করতে হাজার হাজার সেনাসদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করেন।’

‘বেগম জিয়াও কম যাননি’ উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘কোটালীপাড়ায় ৭৬ কেজি বোমা হামলা, ২০০৪ সালে ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ের সামনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে গ্রেনেড হামলা পরিচালনা করা হয়। আওয়ামী লীগের ৫ জন সংসদ সদস্য আহত, বেগম আইভী রহমানসহ ২২ জন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ২ জন অজ্ঞাতসহ ২৪ জন হত্যাকাণ্ডের শিকার, ৫ শতাধিক আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী আহত হয়েছিল। অন্য আহতদের মতো আমার শরীরে এখনো বহু স্প্লিন্টার আছে। ২০১৩-১৪-১৫ সালে সরকার পতনের লক্ষ্যে মানুষকে দিনের পর দিন অবরোধের নামে ঘরের মধ্যে অবরুদ্ধ করে রেখেছে এবং পেট্রোলবোমা নিক্ষেপ করে শতশত মানুষকে হত্যা করেছে, হাজার হাজার মানুষকে আগুনে ঝলসে দিয়েছে।’

মন্ত্রী বলেন, ‘যারা এইভাবে অস্ত্র উঁচিয়ে ক্ষমতা দখল করে, ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে দল গঠন করেছিল এবং ক্ষমতাকে নিষ্কণ্টক করার জন্য হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছিলো, আওয়ামী লীগের হাজার হাজার কর্মীকে হত্যা করেছিল, সেই বিএনপি আজ গণতন্ত্রের কথা বলে বিশ্ব গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে

বিবৃতি দেয়, যা হাস্যকর। বিএনপির ২২ দলীয় ঐক্যজোটের মধ্যে তালেবানরাও আছে। যে আফগানিস্তানে মতপ্রকাশের কারণে শিরশ্ছেদ করা হয়, সেই ভাবধারার রাজনীতির দলগুলোকে এবং সাথে রেখেছে জামায়াতে ইসলামীকে, যারা দেশটাই চায়নি। সুতরাং তারাই হচ্ছে আজকের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রধান অন্তরায়।’

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক বলেন, জনতার সরকার সিটিজেন ইন্টারেক্টিভ ওয়েব পোর্টাল দেশের সাধারণ জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গণমুখী দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নে গণতান্ত্রিক চর্চাকে বিকশিত করে উন্নত গণতন্ত্র নিশ্চিত করতে এটি তৈরি করা হয়েছে উল্লেখ করে পলক বলেন, ‘এর মাধ্যমে জনগণ গঠনমূলক সমালোচনা বা পরামর্শ কিংবা সুপারিশ করতে পারবে। সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া জানাবে যা আপতত: প্রতি সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিবর্গ ও সচিবদের কাছে পাঠানো হবে। ইতোমধ্যেই সরকারের ১১টি মন্ত্রণালয় এই পোর্টালে যুক্ত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ৫৬টি মন্ত্রণালয়কে যুক্ত করে এই প্রতিবেদনটি প্রতিদিন একবার সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।’

জনতার সরকার পোর্টালটি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অধীন ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টারের আওতায় পরিচালিত হবে। জনতার সরকার পোর্টাল ও সরকারের ই-মেইল সেবার প্রকল্প পরিচালক সাইফুল ইসলাম, এটুআই ও ইউএনডিপি প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

**তথ্য সার্ভিস জনগণ ও সরকারের সেতুবন্ধ রচয়িতা**

**-- তথ্যমন্ত্রী**

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, সরকারের তথ্য জনগণের কাছে পৌঁছে এবং জনগণের মতামত সরকারকে প্রদানের মাধ্যমে তথ্য সার্ভিসের সদস্যরা জনগণ ও সরকারের সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে চলেছেন। এই কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে দিন পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রযুক্তির লাগসই ব্যবহার প্রয়োজন।

আজ সন্ধ্যায় রাজধানীর কাকরাইলে তথ্য ভবনে বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলনীতে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন। এসোসিয়েশনের সভাপতি চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদফতরের মহাপরিচালক স. ম. গোলাম কিবরিয়ার সভাপতিত্বে রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীন বিশেষ অতিথি হিসেবে সভায় বক্তব্য দেন।

মন্ত্রী বলেন, তথ্য সার্ভিসের সদস্যরাই রাষ্ট্রের মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোতে জনসংযোগের দায়িত্ব পালন করেন। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতার কোনো বিকল্প নেই।

এসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত সভাপতি গণযোগাযোগ অধিদফতরের মহাপরিচালক মোঃ জসীম উদ্দিন, মহাসচিব প্রণব কুমার ভট্টাচার্য, বিদায়ি মহাসচিব মুন্সী জালাল উদ্দীন সভায় বক্তব্য দেন।

#

আকরাম/রাহাত/রফিক/রফিকুল/সেলিম/২০২২/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৫১

**মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ৩১ ভাদ্র (১৫ সেপ্টেম্বর) :

এশিয়াসহ বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশে ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত রোগী এবং মৃতের সংখ্যা কম বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম। মন্ত্রণালয়, সিটি কর্পোরেশন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের পদক্ষেপের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে বলেও জানান তিনি।

আজ ঢাকায় স্থানীয় সরকার বিভাগের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সারাদেশে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশন ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থার কার্যক্রম পর্যালোচনার লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সভাপতির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা জানান।

মন্ত্রী বলেন, এডিস মশার প্রাদুর্ভাব বেড়েছে। একই সঙ্গে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বেড়েছে। তবে এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ অনেক ভালো আছে। বাংলাদেশে চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ৯ হাজার ৮শ’ ৩৭ জন বলে জানান তিনি।

সিটি কর্পোরেশনের সাম্প্রতিক উচ্ছেদ অভিযান প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, সিটি কর্পোরেশনগুলো মানুষের জন্য কল্যাণকর কাজ করে থাকে। নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করাই সিটি কর্পোরেশনের কাজ। হকাররা হাঁটা চলার পথ এবং রাস্তার উপরে দোকান বসায় এটা সমর্থনযোগ্য নয়। এজন্য মেয়রদ্বয় এসব বিষয়ে উদ্যোগ নিচ্ছেন।

সভায় দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস, উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সচিব মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী, পূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব শহীদ উল্লা খন্দকার, ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাকসিম এ খান ছাড়াও মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সিটি কর্পোরেশন, বিভাগ ও সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

#

হায়দার/রাহাত/রফিক/রফিকুল/সেলিম/২০২২/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৫০

**সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশে সম্প্রীতির পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে**

**--- ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ ভাদ্র (১৫ সেপ্টেম্বর) :

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রত্যেককে স্ব স্ব অবস্থান হতে আন্তরিকতা ও দেশপ্রেম নিয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বোর্ড সভায় সভাপতির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

সভায় আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে বরাদ্দকৃত দুই কোটি টাকা সারা দেশের মন্দিরসমূহে যথাযথভাবে বিতরণের সিদ্ধান্তসহ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন শীল গোপাল এমপি, ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত পালসহ ট্রাস্টিবৃন্দ সভায় অংশ গ্রহণ করেন।

#

আনোয়ার/রাহাত/রফিক/রফিকুল/জয়নুল/২০২২/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৪৯

**কর্মজীবী নারীদের জন্য দশতলা বিশিষ্ট দু’টি হোস্টেল**

**ভবন উদ্বোধন করলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ ভাদ্র (১৫ সেপ্টেম্বর) :

কর্মজীবী নারীদের জন্য ঢাকায় মিরপুর ও খিলগাঁয়ে দশতলা বিশিষ্ট দু’টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল ভবন উদ্বোধন করেছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা।

আজ ঢাকার মিরপুর ও খিলগাঁওয়ে ভবন দু’টি উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের নারীরা পুরষের চেয়ে বেশি সুযোগ চায় না। তারা সমান সুযোগ চায়। বঙ্গবন্ধু এমন একটি রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যে রাষ্ট্র হবে শোষণ ও বঞ্চনা মুক্ত। যেখানে নারী-পুরুষ সমানভাবে নিজ নিজ যোগ্যতায় দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, কর্মজীবী নারীরা যেন কর্মক্ষেত্রে নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারে সে লক্ষ্যে ১০টি কর্মজীবী নারী হোস্টেল ও ১২০টি ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালিত হচ্ছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যেসব ভবন নির্মাণের কার্যক্রম চলমান আছে, সেসব ভবনে কর্মজীবী নারী হোস্টেল ও ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হবে।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফরিদা পারভীনের সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক সচিব মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল, জয়িতা ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আফরোজা খান, অতিরিক্ত সচিব মোঃ মুহিবুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক শারমিন শাহীন এবং নির্বাহী প্রকৌশলী সাইফুজ্জামান চুন্নুসহ মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দু’জন কর্মজীবী নারী অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, তারা হোস্টেলে স্বল্প খরচে বসবাস করছে ও তাদের পরিবার নিশ্চিন্তে থাকতে পারছে। আধুনিক সুবিধাসংবলিত হোস্টেল নির্মাণ করায় তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

উদ্বোধন পর্ব শেষে প্রতিমন্ত্রী কক্ষ বরাদ্দপ্রাপ্ত কর্মজীবী নারীদের হাতে রুমের চাবি হস্থান্তর করেন।

উল্লেখ্য, মিরপুরে নওয়াব ফয়জুন্নেছা কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল ও খিলগাঁওয়ে বেগম রোকেয়া কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের দশতলা দু’টি ভবন নির্মাণে ব্যয় হয়েছে চুয়াল্লিশ কোটি ঊনষাট লাখ পঞ্চান্ন হাজার টাকা। এ দু’টি ভবনের মোট কক্ষ ৯৮৮টি।ঢাকার মিরপুরে নওয়াব ফয়জুন্নেছা কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের ৫০৬টি কক্ষ এবং খিলগাঁওয়ে বেগম রোকেয়া কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের ৪৮২টি কক্ষ রয়েছে। দু’টি হোস্টেলেই লিফট, ক্রিড়া কক্ষ, টিভি রুমসহ রয়েছে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

#

আলমগীর/রাহাত/রফিক/রফিকুল/জয়নুল/২০২২/২০১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৪৮

**শ্রেষ্ঠ গবেষকদের পুরস্কার**

**ও সম্মাননা প্রদান করলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ ভাদ্র (১৫ সেপ্টেম্বর) :

পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, ঢাকার গবেষণাগারে ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত গবেষণা প্রবন্ধসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন এবং পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান আজ পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ড. আজিজুল হক।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী প্রতিযোগিতামূলক গবেষণায় অংশগ্রহণ করার জন্য বিজ্ঞানীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে আরো কার্যকর গবেষণা করে জাতিকে উপকৃত করার জন্য বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির রোডম্যাপের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ভাবনা অনুযায়ী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন।

পরে মন্ত্রী নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গবেষণা প্রবন্ধের জন্য পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, ঢাকার প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ সফিউর রহমান ও ড. মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম খানকে যৌথভাবে পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান করেন। পরমাণু শক্তি কমিশনের বিজ্ঞানী ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন ।

#

বিবেকানন্দ/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/২০২২/১৯২৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৪৭

**আগামী ৭ থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত ২২ দিন সারা দেশে ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ**

ঢাকা, ৩১ ভাদ্র (১৫ সেপ্টেম্বর) :

প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশের নিরাপদ প্রজনন নিশ্চিতের লক্ষ্যে আগামী ৭ থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত মোট ২২ দিন সারা দেশে ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ থাকবে। এ সময় দেশব্যাপী ইলিশ পরিবহণ, ক্রয়-বিক্রয়, মজুত ও বিনিময় নিষিদ্ধ থাকবে। আহরণ নিষিদ্ধ থাকা সময়ে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান বাস্তবায়ন করা হবে। এ সময় ইলিশ আহরণে বিরত থাকা জেলেদের সরকার ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা দেবে।

আজ রাজধানীর মৎস্য ভবনে মৎস্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে ‘প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ আহরণ বন্ধের সময় নির্ধারণ এবং মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান ২০২২’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্স কমিটির সভায় এসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভাপতির বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, নিষিদ্ধ সময়ে যারা মাছ ধরতে নামে তারা সবাই মৎস্যজীবী নয়। তাদের নেপথ্যে অনেক ধনী ব্যক্তি থাকে, ক্ষমতাবান ব্যক্তি থাকে। ইলিশ সম্পদ রক্ষায় এসব অসাধু ব্যক্তিদের ছাড় দেওয়া হবে না। ইলিশ সম্পদ ধ্বংসকারী দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। দিনে অভিযানের পাশাপাশি রাতেও অভিযান জোরদার করা হবে। সংশ্লিষ্ট জেলা-উপজেলায় বরফ কল বন্ধে স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে। অবৈধ জাল উৎপাদনস্থলে অভিযান পরিচালনা করা হবে। অবৈধ পথে ইলিশ পাচার রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ইলিশ সম্পৃক্ত জেলা উপজেলায় নদীতে ড্রেজিং বন্ধে স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে। ইলিশের নিরাপদ প্রজননের মাধ্যমে ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে যা যা করা দরকার তা করতে হবে।

এ সময় মন্ত্রী আরো বলেন, মাছ ধরা বন্ধকালে যাচাই-বাছাই করে নিবন্ধিত জেলেদের সরকার বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে এবং তাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব শ্যামল চন্দ্র কর্মকার, মোঃ তৌফিকুল আরিফ, এ টি এম মোস্তফা কামাল ও মোঃ আব্দুল কাইয়ূম, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খ. মাহবুবুল হক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের পরিচালক মোঃ মনজুর হাসান ভুঁইয়া, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, বিআইডব্লিউটিএ, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি, র‌্যাব, নৌ পুলিশ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক, মৎস্য বিজ্ঞানী, ইলিশ সম্পৃক্ত জেলাসমূহের জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারগণ, ওয়ার্ল্ড ফিশের প্রতিনিধি, মৎস্যজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও মৎস্য অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

#

ইফতেখার/রাহাত/রফিকুল/জয়নুল/২০২২/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৪৬

**ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা প্রকল্পের শতকরা ৮০ ভাগ কাজ সম্পন্ন**

ঢাকা, ৩১ ভাদ্র (১৫ সেপ্টেম্বর) :

ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা প্রকল্পের শতকরা ৮০ ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান জাপানের মিতসুবিশি হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ গ্রুপ (MHI) এবং চীনের চায়না কনসোর্টিয়াম (CC7) কোম্পানির প্রতিনিধিবৃন্দ।

আজ ঢাকার মতিঝিলে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনের সাথে সাক্ষাৎকালে প্রতিষ্ঠান দু’টির প্রতিনিধিবৃন্দ এ কথা জানান। এ সময় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা, বিসিআইসি’র চেয়ারম্যান শাহ মোঃ ইমদাদুল হক, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ নূরুল আলম এবং এসএম আলম, যুগ্মসচিব মোহাম্মদ সালাউদ্দিন ও মোঃ আব্দুল ওয়াহেদসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে চীন ও জাপানি কোম্পানির প্রতিনিধিবৃন্দ নরসিংদীর পলাশে নির্মাণাধীন ‘ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা’ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি সম্পর্কে শিল্পমন্ত্রীকে অবহিত করেন। আগামী বছর নভেম্বর মাসে

এ কারখানায় সার উৎপাদনে যাওয়া সম্ভব হবে বলে জানান তারা। প্রতিনিধিবৃন্দ প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যমান কিছু চ্যালেঞ্জের বিষয়েও মন্ত্রীকে অবহিত করেন। এ সময় জাপানি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার আশুগঞ্জে একটি অত্যাধুনিক ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

শিল্পমন্ত্রী আশুগঞ্জে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অত্যাধুনিক সার কারখানা স্থাপনের জাপানি প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে শীঘ্রই সম্ভাব্যতা যাচাই শুরু করতে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি প্রতিনিধিদলকে নির্মাণাধীন ‘ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা প্রকল্প’ বাস্তবায়নে সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে বলেন, যে সকল বিষয়ে সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে তা দ্রুত সমাধানের চেষ্টা চলছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আগামী ২০২৩ সালে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা চালু করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

#

মাহমুদুল/রাহাত/রফিকুল/জয়নুল/২০২২/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৪৫

**বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে ভুটানের প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৩১ ভাদ্র (১৫ সেপ্টেম্বর) :

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, ভুটান বাংলাদেশের ঘনিষ্ট বন্ধুরাষ্ট্র। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভুটান প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেছিল, বাংলাদেশ তা সবসময় কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে। বাংলাদেশ ভুটানসহ প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে আকাশ পথে যোগাযোগ স্থাপন করতে দেশের সৈয়দপুর বিমান বন্দরকে আঞ্চলিক বিমান বন্দর হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং এর প্রয়োজনীয় উন্নয়নের কাজ হাতে নিয়েছে। মন্ত্রী বলেন, তৃতীয় দেশের মধ্য দিয়ে ভুটানের সাথে সড়ক যোগাযোগ চালুর ফলে উভয় দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পর্যটন খাতে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হবে। সৈয়দপুর আঞ্চলিক বিমান বন্দর এবং বাংলাবান্ধা ও বুড়িমারি স্থল বন্দর দিয়ে বাণিজ্য ও যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে।

আজ ঢাকায় বাংলাদেশ সচিবালয়ে বাণিজ্যমন্ত্রীর অফিস কক্ষে বাংলাদেশ-ভুটান সচিব পর্যায়ের ৮ম সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে আগত ভুটানের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব দেব দাশো কর্মা শেরিনের নেতৃত্বে ৯ সদস্যের প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করতে এলে বাণিজ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, গত ২০২০ সালের ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ-ভুটান অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। বিগত ১ জুলাই উভয় দেশ প্রয়োজনীয় এসআরও জারি করেছে। এ চুক্তির ফলে ভুটানের ৩৪টি পণ্য বাংলাদেশের বাজারে এবং বাংলাদেশের ১০০টি পণ্য ভুটানের বাজারে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাচ্ছে। এর ফলে উভয় দেশের মধ্যে প্রত্যাশিত হারে বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশে চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট বিষয়ে পড়া লেখার সুযোগ নিতে পারে ভুটান। বাংলাদেশে এ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

উল্লেখ্য, ঢাকায় গত ১৩-১৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ-ভুটান সচিব পর্যায়ের ৮ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশের পক্ষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ এবং ভুটানের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব দেব দাশো কর্মা শেরিন নেতৃত্ব দেন। সভায় ভুটান এবং বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদার করতে বাংলাদেশ-ভুটান ট্রানজিট এগ্রিমেন্ট এবং প্রটোকল চূড়ান্তকরণ, বাংলাদেশ-ভুটান এগ্রিমেন্ট এবং প্রটোকল এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আলোচনা, বিশেষ করে তৃতীয় দেশের মধ্য দিয়ে যোগাযোগ সহযোগিতা এবং বাণিজ্য সহজিকরণ সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ, দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতা ও বিভিন্ন আঞ্চলিক ফোরামে পারস্পরিক সমর্থন, পর্যটন শিল্পের বিকাশে উভয় দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, কৃষি এবং শিল্প খাতে উভয় দেশের সংশ্লিষ্ট বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, বাণিজ্য ক্ষেত্রে শুল্ক ও অশুল্ক বাধা দূরীকরণে উভয় দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং ভুটান হতে পাথর আমদানি ও সোনাহাট শুল্ক বন্দরের মাধ্যমে ভুটানের পণ্য পরিবহণ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

এ সময় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নূর মোঃ মাহবুবুল হকসহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

বকসী/রাহাত/রফিকুল/জয়নুল/২০২২/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৪৪

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৩১ ভাদ্র (১৫ সেপ্টেম্বর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গতকাল বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৪৩৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৮ দশমিক ৯০ শতাংশ। এ সময় ৪ হাজার ৯২০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৩৩৭ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনাভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৫৯ হাজার ৭৮৭ জন।

#

কবীর/রাহাত/রফিকুল/আরাফাত/২০২২/১৭০৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৪৩

**জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় উন্নত দেশগুলোকে**

**প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করতে হবে**

**- পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ ভাদ্র (১৫ সেপ্টেম্বর) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, উন্নত দেশগুলোকে অবশ্যই প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করতে হবে যাতে জলবায়ু প্রশমন ও অভিযোজনের মধ্যে ৫০:৫০ ভারসাম্য থাকে। অভিযোজন অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ করা হলে দুর্বল দেশগুলোর অভিযোজন চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে। তিনি বলেন, অনেক স্বল্পোন্নত দেশ তাদের জাতীয় জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে অথবা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এখন ন্যাপ বাস্তবায়নের জন্য জরুরি ভিত্তিতে তহবিল প্রয়োজন।

গতকাল সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত এলডিসি মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন। বৈঠকে সেনেগালের মন্ত্রীসহ এলডিসি দেশগুলোর মন্ত্রী ও প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

পরিবেশমন্ত্রী বলেন, ক্রমবর্ধমান অভিযোজন চাহিদা সমাধানের পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক নির্গমণ হ্রাসের তাগিদ দিয়ে যেতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন বন্ধ না হলে ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রা বাড়তে থাকবে। তিনি বলেন, আমাদের জরুরিভাবে প্রশমনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং বাস্তবায়নের মাত্রা বাড়াতে হবে। এটা ছাড়া আমরা কখনই ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার লক্ষ্য অর্জন করতে পারব না। এই লক্ষ্যে, ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী নির্গমণ ২০১০ সালের তুলনায় ৪৫ শতাংশ কমাতে হবে। মন্ত্রী বলেন, উন্নত দেশগুলোকে অবশ্যই বিশ্বব্যাপী প্রশমন প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দিতে হবে, বিশেষ করে জি-২০ দেশগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

#

দীপংকর/ডালিয়া/মেহেদী/শাম্মী/মাসুম/২০২২/১৩২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৪১

**বিশ্ব ওজোন দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৩১ ভাদ্র (১৫ সেপ্টেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১৬ সেপ্টেম্বর ‘বিশ্ব ওজোন দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“সারাবিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব ওজোন দিবস ২০২২’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। ওজোন স্তর রক্ষায় ১৯৮৭ সালে মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ১৯৯৫ সাল থেকে আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস পালিত হচ্ছে। মন্ট্রিল প্রটোকলের ৩৫ বছরের সাফল্যের স্বীকৃতি এবছরের বিশ্ব ওজোন দিবসের নির্ধারিত প্রতিপাদ্য ‘Montreal protocol@35: global cooperation protecting life on earth’ বা ‘পঁয়ত্রিশে মন্ট্রিল প্রটোকল - জীবন রক্ষায় অঙ্গীকার অবিচল’ যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে পৃথিবীকে নিরাপদ রাখতে বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কারণে ওজোন স্তর আজ হুমকির সম্মুখীন। প্রাণিজগতের অস্তিত্ব রক্ষায় অতি গুরুত্বপূর্ণ এই ওজোন স্তর ধ্বংসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্পে বিশেষ করে শীতলীকরণ শিল্পে ব্যবহৃত ক্লোরোফ্লোরো কার্বন বা সিএফসি গ্যাস বড়ো ভূমিকা রাখে। ওজোন স্তর রক্ষায় ১৯৮৭ সালে জাতিসংঘ গৃহীত মন্ট্রিল প্রটোকল এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বিগত ৩৫ বছরে মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। ওজোন স্তর রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকার গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের বাস্তবায়নে আমি সকলকে অধিকতর দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

ওজোন স্তর রক্ষার পাশাপাশি বৈশ্বিক উষ্ণায়নজনিত জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলা এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও মন্ট্রিল প্রটোকল উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ও হিমায়ন যন্ত্র উন্নত ও পরিবেশবান্ধব উপকরণ ও প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে। ওজোন স্তরের সুরক্ষায় সিএফসি গ্যাস নির্ভর শীতলীকরণ যন্ত্রের ব্যবহার কমাতে জনগণকে সচেতন করা খুবই জরুরি। আমি আশা করি, পৃথিবীর সকল জীবনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা এবং সর্বোপরি মানব স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ওজোন স্তরের গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে ‘বিশ্ব ওজোন দিবস’ উদযাপন কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

আমি ‘বিশ্ব ওজোন দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/ডালিয়া/মেহেদী/শাম্মী/সাজ্জাদ/মাসুম/২০২২/১০৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৪২

**বিশ্ব ওজোন দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৩১ ভাদ্র (১৫ সেপ্টেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৬ সেপ্টেম্বর ‘বিশ্ব ওজোন দিবস-২০২২’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশেও আজ ‘বিশ্ব ওজোন দিবস-২০২২’ পালন এবং মন্ট্রিল প্রটোকল গৃহীত হওয়ার ৩৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ওজোন স্তর সূর্য থেকে নিঃসরিত অতিবেগুনী রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাবে মানবদেহে চর্ম-ক্যান্সার, চোখের ছানিসহ অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদ, শস্য ও বাস্তুসংস্থানকে বিবিধ বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে সুরক্ষা দেয়। ওজোন স্তর সুরক্ষার জন্য ভিয়েনা কনভেনশনের আওতায় ১৯৮৭ সালে মন্ট্রিল প্রটোকল গৃহীত হয়। ফলে বিগত ৩৫ বছরে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ক্ষয়িষ্ণু ওজোন স্তর ধীরে ধীরে পূনর্গঠন হতে শুরু করেছে এবং সূর্যালোক মানুষসহ পৃথিবীর সকল জীবের জন্য নিরাপদ হচ্ছে। এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বিশ্ব ওজোন দিবসে এবারের প্রতিপাদ্য ‘Montreal Protocol@35:global cooperation protecting life on earth’ যার ভাবার্থ ‘পঁয়ত্রিশে মন্ট্রিল প্রটোকল – জীবন রক্ষায় অঙ্গীকার অবিচল’ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী হয়েছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অত্যন্ত সংবেদনশীল ছিলেন। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির পর তিনি অন্যান্য গুরুদায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দেশব্যাপী বনায়ন ও উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেছিলেন। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর আমরা মন্ট্রিল প্রটোকল যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলাম। ১৯৯৭ সালে বায়ু দূষণ ও ওজোন স্তর ক্ষতিকারক গ্যাসের উৎপাদন ও ব্যবহার রোধে বায়ুর মানমাত্রা (Air Quality Standard) নির্ধারণ করে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়ন শুরু করেছিলাম। ২০০৮ সাল থেকে পরপর তিনদফা সরকার গঠনের ফলে আমরা ওজোন স্তর পুনর্গঠনে নানামুখী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আমরা ইতোমধ্যে দেশে এইচসিএফসি, হ্যালন, মিথাইলক্লোরোফরম, মিথাইল ব্রোমাইড ইত্যাদি ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছি। ২০০৯ সালে আমাদের নিজস্ব তহবিল থেকে ৪৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছি এবং ২০১০ সাল থেকে প্রতি বছর জিডিপি’র ১ শতাংশ বা ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমতুল্য অর্থ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে অভিযোজনের উদ্দেশ্যে ব্যয় করছি। আমাদের সরকার ২০২০ সালের ৮ জুন মন্ট্রিল প্রটোকলের কিগালি সংশোধনীতে অনুস্বাক্ষর করে এইচএফসি (Hydrofluorocarbon) ব্যবহার হ্রাসের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মন্ট্রিল প্রটোকল সফলভাবে বাস্তবায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি ও ওজোন সচিবালয় ২০১২, ২০১৭ এবং ২০১৯ সালে বাংলাদেশকে প্রশংসামূলক সনদপত্র (Certificate of Appreciation) প্রদান করেছে, যা আমাদের সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন এবং অনুপ্রেরণা। তাছাড়া, ওজোন স্তর ক্ষয়কারী হিসেবে চিহ্নিত দ্রব্য এইচসিএফসি-এর ব্যবহার ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারির মধ্যে ৬৭.৫০ শতাংশ হ্রাসে এইচপিএমপি স্টেজ-২ বাস্তবায়ন করছি।

আমাদের সরকার গ্রিন-হাউজ গ্যাস নির্গমন বন্ধ করার লক্ষ্যে প্যারিস চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০, বিপদজনক জাহাজ ভাঙার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ এবং ২০১৪ সালে একটি সংশোধিত ও পরিমার্জিত ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা প্রণয়ন করেছি। জাতীয় পরিবেশ নীতি, ২০১৮, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৯ এবং বিশুদ্ধ বায়ু আইনের খসড়া প্রস্তুত করেছি। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমরা দেশে ব্যাপক হারে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছি। সম্প্রতি ঢাকায় Global Centre on Adaptation (GCA)- এর দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক অফিস চালু করেছি।

আমি আশা করি, এবারের বিশ্ব ওজোন দিবস উদ্‌যাপন মট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সাফল্য তুলে ধরার পাশাপাশি ওজোন স্তর রক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে এবং শিল্পক্ষেত্রে টেকসই, পরিবেশবান্ধব ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিত করবে। আমি বায়ুমন্ডলের ওজোন স্তর সুরক্ষায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকেও এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাই।

আমি ‘বিশ্ব ওজোন দিবস ২০২২’ পালন ও মন্ট্রিল প্রটোকলের ৩৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/ডালিয়া/মেহেদী/শাম্মী/সাজ্জাদ/মাসুম/২০২২/১০৩৫ ঘণ্টা